দৈনিক দুর্নীতির বার্তা

https://dainikdurniti.com

প্রকাশনা: বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৬ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সংবাদ নেয়া হয়েছে: বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য ১২ টাকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

ঢাকা কাস্টম হাউজের উপকমিশনার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ভুয়া ইউ ডি ব্যবহার করে চোরাচালানের পণ্য খালাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ।ঢাকা কাস্টম হাউসের উপকমিশনার মো. আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি, ভুয়া ইউডি (Utilization Declaration) ব্যবহার করে পণ্য খালাস, চোরাচালানে সহযোগিতা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছাড়াই পণ্য ছাড় এবং অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণসহ বিভিন্ন গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগে উল্লিখিত বিষয়গুলোর স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এখন পর্যন্ত অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, মো. আমিনুল ইসলাম ৩১তম বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম এবং ঢাকা উত্তর ভ্যাট কমিশনারেটে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিযোগকারীর দাবি, পূর্ববর্তী কর্মস্থলগুলোতেও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছিল। বর্তমানে তিনি ঢাকা কাস্টম হাউসে উপকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। লিখিত অভিযোগে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ভুয়া ইউডি ব্যবহার করে বন্ধ হয়ে যাওয়া বন্ডভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য খালাসের বিষয়টি। অভিযোগ অনুযায়ী, Alien Apparels Ltd, Uranus Apparels (Pvt.) Ltd এবং QUICK APPARELS LIMITED এই তিনটি বন্ধ বন্ড প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য খালাস করা হয়েছে। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, কুরিয়ার খাঁচায় আসা পণ্য এসব প্রতিষ্ঠানের নামে ছাড় করার পুরো প্রক্রিয়ায় মো. আমিনুল ইসলামের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ ছিল। একই সঙ্গে অভিযোগে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ শাখার একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা,...

শিক্ষার্থীদের শুধু জিপিএ-৫ নয়, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে উঠতে হবে: প্রতিমন্ত্রী হাবিব

ফরহাদ হোসেনরেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। শুধু মেধাবী হওয়া বা ভালো ফলাফল করাই জীবনের চূড়ান্ত সফলতা নয়; সততা, মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে সত্যিকারের মহান করে তোলে।বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৬-এ তিনি এসব কথা বলেন।শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিকভাবে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সক্ষম করে তুলতে পারে এবং দেশের প্রতি বড় অবদান রাখতে পারে।তিনি বলেন, ভালো শিক্ষার্থী হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিনয়, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জীবনে সফল হতে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এরপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছালেও হাল ছাড়া যাবে না।প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'চেষ্টা করে তার কাছেই কোনো কিছু অসম্ভব নয়।' আজকের শিক্ষার্থীদের সাফল্য অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য প্রেরণা ও পথ দেখাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।তিনি বলেন, শুধু সড়ক, সেতু, স্কুল-কলেজের দালান নির্মাণ রাষ্ট্রের দৃশ্যমান অগ্রগতি হতে পারে। শিক্ষিত ও মানবিক জনশক্তিই একটি দেশের মূল চালিকাশক্তি। দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষিত ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে।শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে হাবিবুর রশিদ বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, শিক্ষা মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল উপাদান। এই মহান আদর্শকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি আধুনিক ও...

অপরাধ ও দুর্নীতি

চেক ডিজঅনার মামলায় ফেরারি হয়ে পলাতক কে এম সালাউদ্দিন

চেক ডিজঅনার মামলায় ফেরারি হয়ে পলাতক কে এম সালাউদ্দিন মোকাম টাঙ্গাইল জুডিসিয়াল ম্যাজিঃ টাঙ্গাইল সদর আমলী আদালত।মোকাম নং-২০৭৩/২০২৫ সি আর মামলায় পলাতক হয়ে ফেরারি আসামি হয়ে ঘুরছে মো শামীম মিয়া। বাদী- মো: শামীম মিয়া (৩৭)পিতা- হারান বেপারী,সাং- হাড়িয়া,পোষ্ট -কামারপাড়া, থানা - মির্জাপুর,জেলা টাঙ্গাইল। অপর দিকে বিবাদী: কে এম সালাউদ্দিন মাহমুদ (৪৫)পিতা-যুবরাজ,সাং- উয়ার্শী, পোষ্ট - উয়ার্শী,থানা- মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল। বাদী মো: শামীম মিয়া জানায়,আমি একজন সহজ সরল শান্তি প্রিয় মানুষ।বিবাদী কে এম সালাউদ্দিন মাহমুদ আমার পরিচিত বিধায় আমি তাকে নগদ ৫,০০,২৫০ (পাঁচ লক্ষ দুইশত পঞ্চাশ টাকা হাওলাদ প্রদান করি।আমার এই টাকা পরিশোধের জন্য বিগত ইংরেজি ২৭-০৫-২৫ ইং তারিখ ৫,০০,২৫০ টাকা উল্লেখ্য বিবাদীর স্বাক্ষরিত একটি চেক আমাকে দেন।যাহার চেক নাম্বার BI 25-C-3106181 এবং হিসাব নাম্বার -3425101108343 আমি উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য বিগত ইংরেজি ২০-০৭-২০২৫ তারিখে পূবালী ব্যাংক লিঃ করটিয়া টাঙ্গাইল শাখার বিবাদীর হিসাব নম্বরে জমা দিলে উহা অপর্যাপ্ত তহবিলে ফেরত আসে অর্থাত ডিজ- অনার হয়।তাই পরবর্তীতে আমি মামলা করি।আসামি কে এম সালাউদ্দিন মাহমুদ এর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। যার ফলে সে বর্তমানে ফেরারি ও পলাতক আছে।আমি সাধারণত নাগরিক হিসেবে এখন রাষ্ট্রের কাছে সুষ্ঠ বিচার পাওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

আইন আদালত

মুরাদনগরে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হাবিব গ্রেপ্তার

মুরাদনগর প্রতিনিধি:কুমিল্লার মুরাদনগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক বছরের জিআর সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোঃ হাবিবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬) মুরাদনগর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হাবিবের পিতার নাম আব্দুল মালেক। তিনি মুরাদনগর উপজেলার রহিমপুর, নয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোঃ হাবিবের বিরুদ্ধে এক বছরের জিআর সাজা পরোয়ানা রয়েছে। ওই পরোয়ানার ভিত্তিতেই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হাবিবের বিরুদ্ধে মাদকসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। মুরাদনগরসহ আশপাশের কয়েকটি উপজেলায় তিনি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হিসেবে পরিচিত ছিলেন বলেও স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। এছাড়া পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে পৃথকভাবে আইনগত প্রমাণ বা মামলার তথ্য নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রেপ্তারের পর সাজা পরোয়ানা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাকে সংশ্লিষ্ট আইনগত প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ওসমানী হাসপাতালের পরিচালকের বিদায় উপলক্ষে হিমোফিলিয়া সোসাইটির সৌজন্য সাক্ষাৎ

মো হাসান আহমেদ ইয়ামিন সিলেট, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬: সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনিরের বিদায় উপলক্ষে হিমোফিলিয়া সোসাইটি অব বাংলাদেশ, সিলেট চ্যাপ্টারের একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় সোসাইটির সভাপতি মাওলানা মোঃ ইসমাইল আলীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে হিমোফিলিয়া রোগীদের চিকিৎসাসেবা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে হিমোফিলিয়া রোগীদের চিকিৎসাসেবা আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথাও স্মরণ করা হয়। সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনিরকে সম্মাননা স্মারক হিসেবে একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় প্রতিনিধি দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহমদ আল আরিফ সিফাত, আকাশ চন্দ্র সরকার, মোঃ আব্দুর রহিমসহ হিমোফিলিয়া সোসাইটি অব বাংলাদেশ, সিলেট চ্যাপ্টারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সাক্ষাৎকালে সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উমর রাশেদ মুনিরের আগামী দিনের কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন। সোসাইটির নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও হিমোফিলিয়াসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসাসেবায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও মানবিক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।